ইংরাজী - '৮৯ (কিসের ও কাদের পরীক্ষা ?)

দিলীপ বাগচী

সংবাদে প্রকাশ, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সদ্য সমাপ্ত ১৯৮৯-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরাজী উত্তরপত্র পরীক্ষা করার কৌশল শেখাবার জন্য পরীক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন । এইসব কেন্দ্রে ৮০০ জন পরীক্ষক প্রশিক্ষণ নেবেন । প্রশিক্ষণে আমাদের আপত্তি বা অনাগ্রহ থাকা উচিত নয় । মহান শিক্ষকরা বলে গেছেন, ''যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'' । তবে পরীক্ষা হয়ে যাবার পর এই বিরাট প্রশিক্ষণ প্রকল্প দেখে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন ও সন্দেহ পোড়া-মনে জাগে ।

প্রথমতঃ, বিগত কয়েক বছর ধরে ইংরাজী পড়ানো শেখাবার জন্য যে সব ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প করা হল সেখানে কি জনগণ নামক গৌরী সেনের টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হ'ল ? যাঁরা সেসব ক্যাম্পে গেছিলেন, তাঁরা কি উত্তরপত্র কেমন করে দেখতে হবে সেটা শেখেন নি ? কথা ছিল সেসব ক্যাম্প যে সব আকর-ব্যক্তি (রিসোর্স পার্সন) তৈরী করবেন, তাঁরা এসে নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সেই মহাজ্ঞান রিলে করবেন । এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের সব বিদ্যালয় ইংরাজী পড়ানোর যথার্থ কৌশলগত শিক্ষা পেয়ে যাবে । তবে কি তা হয় নি ?

দ্বিতীয়তঃ, যদি ধরা যায় যে প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ অমূলক সন্দেহ প্রসূত, তবে নিশ্চয়ই পর্ষদীয় পরিকল্পনা কাঙ্খিত ফল দিয়েছে ধরতে হবে । তাহলে আবার প্রশ্ন জাগে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকারা কি তবে পরীক্ষক হবার জন্য আবেদন করেন নি ? অথবা, প্রশিক্ষণ যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা কি পর্ষদের ইংরাজী-পরীক্ষক হবার নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা (ইংরাজীর এম এ/অনার্স/ডি ই এল টি/বি টি-তে মেথড সাবজেক্ট ইংরাজী)-বিহীন ছিলেন ? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে অকারণ তাঁদের পেছনে অর্থ ও শ্রম খরচ করা হ'ল কেন ? যদি উত্তর 'না' হয়, তবে প্রশিক্ষণের অন্যতম শর্ত হিসাবে প্রশিক্ষিতদের পরীক্ষক হওয়া বাধ্যতামূলক করা হ'ল না কেন ? কেন এই অপ্রয়োজনীয় অপচয় ঘটল ?

তৃতীয়তঃ, যদি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ পর্ষদের সদিচ্ছার প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ বলে ধরা যায়, তবে কি একথা বলা যাবে যে, ইংরাজী শিক্ষার অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির কুফলের প্রকৃত চেহারাকে ঢাকার জন্য যেন তেন প্রকারেণ ব্যাপক হারে পাশ করাবার (কোয়ালিফাইং মার্কসসহ)

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

জন্যই এই প্রাক্-খাতা দেখা প্রশিক্ষণ পালা ? আমি কিন্তু আমার পরিচিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের শতকরা ১৮/২০ ভাগকে মাত্র পরীক্ষক হবার আবেদন করতে দেখেছি এবার । তাঁরা সবাই আবার পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন কিনা তার খবর সামগ্রিকভাবে এখনো যথাযথ পাইনি ।

চতুর্থতঃ, যখন প্রশ্নের উত্তর কেমন হ'লে নম্বর পাবে, এটা খোদ পরীক্ষকদেরই বোঝাবার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে, তখন সেই প্রশ্নটি পরীক্ষার্থীদের কাছে কতটা সহজপাচ্য হয়েছে সেটাই, একটা নয়, প্রধান প্রশ্ন ! ধরেই নেওয়া যায় এবং এটা ঘটনাও যে, বেশ কিছু পরীক্ষক হুবহু সঠিক উত্তর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন । তাহলে, আনুষঙ্গিক প্রশ্ন ওঠে, ঐসব পরীক্ষক যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে নিজ নিজ স্কুলে বা নার্সিংহোমে (গৃহশিক্ষকতার আসরে) পড়িয়েছেন - সে বেচারীদের কি হাল হয়েছে ?

কোন কোন দৈনিক সংবাদপত্র ইংরাজী পরীক্ষার পর কলকাতার কিছু অভিজাত বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়ে প্রকাশ করলেন যে ইংরাজী প্রশ্ন নাকি বেশ সহজ হয়েছে । এই সব তাৎক্ষণিক সমীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য যে যথার্থ নয় সে মর্মে বহু পত্রও দৈনিক পত্রিকাতেই প্রকাশিত । অন্যান্য বছর প্রধান পরীক্ষকের ডাকা পরীক্ষকসভায় ঘন্টা খানেক প্রশ্নের উত্তর ও নম্বর দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়, প্রশ্নের উত্তর কেমন হওয়া দরকার তার একটি সংকেত সাইক্লোস্টাইল করে পরীক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় । এতে সময় ও খরচ দুটোই কমে । কিন্তু এবারে এক এলাহী কান্ড ! প্রচুর অর্থ খরচ করে তিন/চারদিন ধরে প্রশিক্ষণ চলছে । কি এমন ভয়াবহ বা কেরদানী করা প্রশ্ন, যার উত্তর ও নম্বর দেওয়া অভিজ্ঞ বিষয় শিক্ষক (পরীক্ষক হবার প্রধান শর্ত) এর পক্ষে কষ্টকর ? এই প্রশিক্ষণ প্রকল্প পরীক্ষক-শিক্ষকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ ও অমর্যাদাকরও বটে ।

এবারে আসা যাক প্রশ্নপত্র প্রসঙ্গে । বর্তমান ইংরাজী পাঠক্রম ও তার পাঠদান পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিকতা নিয়ে গত পাঁচ-ছ'বছর ধরে আমরা যা বলে আসছিলাম তারই প্রতিফলন ঘটেছে প্রশ্নপত্রে । উত্তর পত্রেও সেই নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীদের করুণ বলিদান ঘটবে, - বিশেষ করে খেটে-খাওয়া মজুর-কৃষক-গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীদের, কৌলীন্যহীন বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের । যেহেতু ইংরাজী শিক্ষার পাঠক্রম যে ধারায় রচিত তাতে ভাষা-সাহিত্য দিকটি সযত্নে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার 'যুক্তি' দেখিয়ে তাতে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব কিছু ঢোকাবার

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ব্যবস্থা করা হয়েছে । ধরেই নেওয়া হয়েছে যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সময়সীমার মধ্যে একজন ছাত্র/ছাত্রী তাবৎ ব্যবহারিক জ্ঞান ও চলমান বর্তমান বিশ্বের তাবৎ তথ্যের ছোটখাটো বিশ্বকোষ হ'য়ে উঠবে । ভারতের কথা বাদই দিলাম - পশ্চিমবঙ্গেই যখন অর্থনীতি-শিক্ষা-আধুনিকতার অসম বিকাশ রয়েছে জেলা থেকে জেলায়, সেখানে এই ধরনের কাঙ্খিত প্রাথমিক জ্ঞানের বিকাশ কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমানভাবে ঘটেছে এটা ধরে নেওয়াটা মূর্খতা নয়, এক জঘন্য অপরাধ । অথচ এইটা ধরে নিয়েই পাঠক্রম রচিত এবং সেই পাঠক্রমের প্রতিফলন প্রশ্নপত্রে । আরো স্পষ্ট, পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে এই পাঠক্রমে ও প্রশ্নপত্রে শহুরে পরিশীলিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর রুচি ও জীবনযাত্রার প্রতিফলন প্রকট । এই পরিশীলিত রুচি ও জীবনযাত্রার সাথে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা আশি ভাগ লোকের পরিচয় নেই । এদের কাছে পঙ্কজ মল্লিক, বেগম আখতার, রবিশংকর, দেবব্রত বিশ্বাস অপরিচিত, অশ্রুত । এরা নদীর ধারে বা বাগানে পৌষ মেলা করে । এরা কোনও ক্লাবের সাথে সংযুক্ত থাকলেও সেই দীনহীন ক্লাবের পক্ষে ফুটবল মরসুমে কোন মতে একটি ফুটবল সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও প্রমোদ ভ্রমণ (এক্সকারসান) সংগঠিত করা সম্ভব নয়, তাতে যোগ দেওয়াও সম্ভব নয় । এমন কি সমস্ত বিদ্যালয়ও শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠিত করতে পারে না আর্থিক কারণেই । অতএব পঙ্কজ মল্লিকের জীবনী বা ক্লাবের প্রমোদ ভ্রমণে যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু লিখতে দেওয়া মানে গাঁয়ের কৃষিজীবি ঘরের মেয়েকে স্যান্ডুইচ তৈরীর পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করার মতই বজ্জাতি । যে রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে বা প্রশ্রয়ে মিঠুন-অমিতাভ-বাপী এন্ড কোং সংস্কৃতির আদর্শ হিসেবে অহোরাত্র অভিক্ষিপ্ত হচ্ছে, প্রত্যন্ত গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে নীল ছবি দেখার ব্যবস্থা, সে রাজ্যের ছাত্র/ছাত্রী লিখবে পঙ্কজ মল্লিকের সাঙ্গীতিক জীবনায়ন ! ভন্ডামী আর কাকে বলে ?

অনেকে পত্রপত্রিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি লিখতে দেওয়ায় । সম্ভবতঃ তাঁরা প্রশ্নপত্রটি দেখেন নি । কারণ, প্রশ্নটা ছিল সাবানের টুকরো বা গুঁড়ো সাবান দিয়ে সাধারণভাবে কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত ।

ব্যাকরণ ও শব্দার্থ জ্ঞানের ওপর যে প্রশ্নগুলো আছে তা আপাতদৃষ্টে সহজ মনে হবে পুরানো পদ্ধতিতে ইংরাজী শেখা লোকজনের কাছে । কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এ-বি-সি শিখে কেবলমাত্র পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ব্যাকরণ ও শব্দার্থ শিখছে যারা, তাদের কাছে এটা খুবই শক্ত মনে হবে । কারণ বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বিশাল সংখ্যক ছাত্র ১০০ থেকে ১৫০ দিনের বেশি পাঠগ্রহণের সুযোগ পায় না । এর মধ্যে প্রতি সাতদিনে চার/পাঁচদিন ইংরাজী পড়ানো হয় । বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে বাড়ির কাজ দেওয়া বা তা সংশোধন করার পাট বহুকাল ধরেই চুকে গেছে । গৃহশিক্ষকের নার্সিংহোমও এক একটি শ্রেণীকক্ষের মতই জনবহুল । ফলে শেখাবার ও শেখার সুযোগ কোথাও নেই । কাজেই এই প্রশ্নপত্র ঈশপের গল্পের মত বকের সামনে থালায় করে মাংসের সুরুয়া পরিবেশনের মতই নির্মম করুণ অমানবিক নির্যাতন মাত্র, অন্ততঃ মফঃস্বল ও গ্রামবাংলার অগণিত ছাত্রছাত্রীর কাছে ।

আবার এটাও ঘটনা যে এত সত্ত্বেও এবার হয়তো অনেক বেশি পরীক্ষার্থী ইংরাজীতে অন্ততঃ কুড়ির বুড়ি ছুঁয়ে উৎরে যাবে । বিষয়গত প্রশ্নের প্রাচুর্য থাকার ফলেই এটা হবে । যদি নজরদারীতে সামান্য ঢিলাঢালা বা ফাঁক থাকে তবে অতি সহজে পরীক্ষাগৃহের ভাল ছাত্রটির কাছ থেকে সহজ অথচ দ্রুত সঙ্কেতের মাধ্যমে আরো বেশি নম্বরও সংগ্রহ করা সম্ভব । কাজেই এই পাশ করা বা করানোর মধ্যে পর্ষদ সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে ইংরাজী শিক্ষার অগ্রগতি দাবী করলে তা হবে মনকে আঁখি ঠারা । কারণ এই 'পাশকরা'দের বেশির ভাগই কিছু না শিখেই পাশ করবে । আমার শিক্ষক ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্তের ভাষাতেই বললে বলা যাবে -- "Pass they will, but they will not brown" !

['প্রগতি বার্তা' পত্রিকার (এপ্রিল, ১৯৮৯) সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।